সংবাদ

তারিখ 31 DEC 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রাথমিকে প্রায় শতভাগ পাস

শিশুদের জয়োল্লাস

রাকিব উদ্দিন

উত্তীর্ণ : ৯৮.৫৮
ইবতেদায়ি : ৯৫.৮০
জিপিএ-৫ পেয়েছে ২-লাখ ৪০ হাজার ৯৬১

হরতাল ও জামায়াত-শিবিরের সহিংসতার মধ্যেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থীরা। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে এবার উত্তীর্ণ হয়েছে ৯৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। পঞ্চম শ্রেণীর সমমানের মাদ্রাসা ইবতেদায়িতে পাস করেছে ৯৫ দশমিক ৮০ শতাংশ খুদে শিক্ষার্থী। এবার প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি উভয় পরীক্ষায় পাসের হার বেড়েছে। ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে পাস করেছিল ৯৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ এবং ইবতেদায়িতে উত্তীর্ণ হয়েছিল ৯২ দশমিক ৪৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধির পাশাপাশি এবার দুই পরীক্ষায় গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ (জিপিএ-৫) পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে। এবার প্রাথমিক সমাপনীতে জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই লাখ ৪০ হাজার ৯৬১ জন এবং ইবতেদায়িতে জিপিএ-৫ পেয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজার ১৫৩ জন। গত বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে জিপিএ-৫ পেয়েছিল দুই লাখ ৩০ হাজার ২২০ জন এবং ইবতেদায়ি সমাপনীতে জিপিএ-৫ পেয়েছিল দুই হাজার ৯২০ জন শিশু শিক্ষার্থী।

গতবারের মতো অনুষ্ঠিত হওয়া প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য এবার তালিকাভুক্ত হয় মোট ২৯ লাখ ৬১ হাজার ৩৭৭ জন ছাত্রছাত্রী। এরমধ্যে প্রাথমিকে অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্ত হয় ২৬ লাখ ৩৯ হাজার ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী। কিন্তু পরীক্ষায় অংশ নেয় মোট ২৫ লাখ ১৯ হাজার ৩২ জন ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে পাস করেছে ২৪ লাখ ৮৩ হাজার ১৪২ জন শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৯৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

অন্যদিকে ইবতেদায়ি পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত হয় তিন লাখ ২২ হাজার ১৯২ জন। এরমধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় দুই লাখ ৭৩ হাজার ৯৭৯ জন পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে পাস করেছে দুই লাখ ৬২ হাজার ৪৭২ জন। এই পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৯৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। পঞ্চম শ্রেণী ও সমমানের ইবতেদায়ি পরীক্ষার ফল

শিশুদের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিশুদের : জয়োল্লাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গতকাল সারাদেশে একযোগে প্রকাশ করা হয়। শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে পরীক্ষার ফলের অনুলিপি তুলে দেন। এ সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব কাজী আখতার হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষসহ গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরে দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ফলাফলের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন গণশিক্ষামন্ত্রী।

গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক, মানসিক চাপ ও চরম ঝুঁকির মধ্যে এবার শিশুরা পরীক্ষা দেয়, যা অতীতে কখনও ঘটেনি। আন্দোলনের নামে মানবতা ও স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রকাশ্য জন্য হিংসা, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, হত্যা, নির্মমতা, পুড়িয়ে মানুষ মারা, গাড়ি ভাঙচুর ও পথে হত্যা করা হয়েছে। এসব ঘটনা '৭১-এর বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। এমন মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই আন্দোলন নতুন প্রজন্মের শিক্ষা, পরীক্ষাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। এই বৈরী পরিস্থিতির মধ্যেও শিশু শিক্ষার্থী চমৎকার ফল লাভ করায় পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকসহ সবাইকে অভিনন্দন জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী জানান, ২০ নভেম্বর পরীক্ষা শুরু হয় এবং শেষ হওয়ার কথা ছিল ২৮ নভেম্বর। কিন্তু হরতাল-অবরোধের কারণে পরীক্ষা শেষ হয় ৬ ডিসেম্বর। এতে মাত্র ২৪ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ফলাফল তৈরিতে অসংগতি সৃষ্টি হওয়ায় বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলার ফল স্থগিত রাখা হয়েছে। সাত দিনের মধ্যেই এই উপজেলার ফল প্রকাশ করা হবে। এছাড়াও বিদেশের আটটি কেন্দ্র থেকে ৭৭৪ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। কিন্তু লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলী কেন্দ্রের (তিনজন পরীক্ষার্থী) ফল স্থগিত আছে। সমাপনী পরীক্ষায় সারাদেশে এবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে রাজধানীর তিন প্রতিষ্ঠান। এরমধ্যে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রথম, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল দ্বিতীয় এবং মাইলস্টোন প্রিপারেটরি কেজি স্কুল তৃতীয়।

ভালো ফলের নেপথ্যে : পাসের হার বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ফেল করা কোন কৃতিত্বের বিষয় নয়। কোন অভিভাবক চান না তার সন্তান ফেল করুক। সরকারের বন্ধুমুখী পদক্ষেপ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকদের নিরলস প্রচেষ্টার কারণেই পাসের হার বেড়েছে বলে মনে করেন নুরুল ইসলাম নাহিদ।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, খাতা মূল্যায়নে উদারতা, পরীক্ষার তিন-চার দিন আগে বিভিন্ন জেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া এবং ফেল না করার মানসিকতার কারণেই এবার পাসের হার প্রায় শতভাগ।

ফল জানার পদ্ধতি : প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনীর ফল স্কুলের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ওয়েবসাইট (www.dpe.gov.bd) এবং টেলিটকের ওয়েবসাইট (http://dpe.teletalk.com.bd) থেকে জানা যাবে। এছাড়া যেকোন মোবাইল ফোন থেকে DPE লিখে স্পেস দিয়ে থানা/উপজেলার কোড নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠিয়ে প্রাথমিক সমাপনীর ফল পাওয়া যাবে।

ইবতেদায়ির ফল পেতে EBT লিখে স্পেস দিয়ে থানা/উপজেলার কোড নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। ফল পাওয়া যাবে ফিরতি মেসেজের মাধ্যমে।

এই এসএমএস লেখার সময় সরকারি অথবা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের EMIS কোড নম্বরের প্রথম পাঁচ সংখ্যা উপজেলা/থানা কোড হিসেবে ব্যবহার করতে হবে; যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ওয়েবসাইট, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস ও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জানা যাবে।

বিভাগওয়ারি ফলাফল : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বিভাগওয়ারি ফলাফলে রাজশাহীতে ৯৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ, খুলনায় ৯৯ শতাংশ, ঢাকায় ৯৮ দশমিক ৭০ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৯৮ দশমিক ৭৯ শতাংশ, বরিশালে ৯৯ দশমিক ২৫ শতাংশ, সিলেটে ৯৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ এবং রংপুর বিভাগে ৯৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

অন্যদিকে ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগে ৯৬ দশমিক ১৫ শতাংশ, খুলনায় ৯৭ দশমিক ১০ শতাংশ, ঢাকায় ৯৫ দশমিক ৩৫ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৯৫ দশমিক ৪৯ শতাংশ, বরিশালে ৯৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ, সিলেটে ৯১ দশমিক ৬৫ শতাংশ এবং রংপুরে ৯৭ দশমিক ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

পাসের হার বিবেচনায় সাত বিভাগের মধ্যে বরিশাল বিভাগ শীর্ষে আছে, যার পাসের হার ৯৯ দশমিক ২৫ শতাংশ। আর ৬৪ জেলার মধ্যে যশোর ও লালমনিরহাট প্রথম (১০০ শতাংশ পাস) এবং ৫০৬ উপজেলা/থানার মধ্যে ৩৬টি উপজেলায় শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। পাসের হারে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে সিলেট জেলা (৯৫ দশমিক ৭৭ শতাংশ) এবং বান্দরবানের আলীকদম উপজেলায় পাসের হার সর্বনিম্ন ৯০ দশমিক ০৫ শতাংশ।

শূন্য ও শতভাগ পাস স্কুল : এবার ৭৩ হাজার ৬০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতভাগ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। গত বছর ৭২ হাজার ২২৭টি, ২০১১ সালে ৬৮ হাজার ৬২৯টি, ২০১০ সালে পাঁচ হাজার ৫৭৬টি এবং ২০০৯ সালে ৩৭ হাজার ২২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছিল।

ইবতেদায়িতে এবার সাত হাজার ৯২৪টি মাদ্রাসা থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। এছাড়া ২০১২ সালে ৫ হাজার ৫৩৩টি, ২০১১ সালে ৬ হাজার ৭৪টি এবং ২০১০ সালে ৪ হাজার ৫০টি মাদ্রাসা থেকে শতভাগ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছিল।

অন্যদিকে এবার শতভাগ অকৃতকার্য হয়েছে ৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। ২০১২ সালে ৭১৩টি, ২০১১ সালে ৩৭১টি, ২০১০ সালে ২ হাজার ৭৮৯টি এবং ২০০৯ সালে এক হাজার ৯০৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কেউ পাস করেনি। ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় এবার ২৯৪টি প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি। এছাড়া ২০১২ সালে ৩৪৭টি, ২০১১ সালে ৯৯টি এবং ২০১০ সালে ৫৯৪টি মাদ্রাসা থেকে কেউ উত্তীর্ণ হয়নি।

বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী ফল : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে এবার পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের পাসের হার সর্বোচ্চ ৯৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ। অন্যান্য বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রকল্প পরিচালিত বিদ্যালয়ে ৯৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ, নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৯ দশমিক ০৮ শতাংশ, উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৯ দশমিক ৩২ শতাংশ, কিন্ডারগার্টেনে ৯৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ, সদ্য জাতীয়করণ হওয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ, নন-রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ, শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৪ দশমিক ৯২ শতাংশ এবং এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে ৯৫ দশমিক ৯১ শতাংশ উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার সারাদেশে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) তিন হাজার ৮৩৯ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষায় অংশ নেয় তিন হাজার ৬১৩ জন। এরমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে তিন হাজার ৫১৩ জন। গড় পাসের হার ৯৭ দশমিক ১৩ শতাংশ।

ইবতেদায়ি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ১৮৩ জন ছাত্রছাত্রী তালিকাভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষায় অংশ নেয় ১১৭ জন। এরমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১০২ জন। তাদের গড় পাসের হার ৯৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ।